গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৮ অক্টোবর- ৩ নভেম্বর ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

রাশিয়ার নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারায় বলীয়ান হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

বন্ধু,

আমাদের সামনে আজ এমন এক মুহূর্ত এসে উপস্থিত, যার বিশাল ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলনাহীন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল, সামনে তারই শতবার্ষিকী। এই বিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত করেছে। বাস্তবে এ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। শুধুমাত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই এর গুরুত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, এই বিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে এই বিপ্লব এমন এক সমাজ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ছিল না, যেখানে স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর বাণী তার সঠিক অর্থে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল। সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছিল, অনুভব করতে পেরেছিল— এই মাটির পৃথিবীতে এইরকম একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

নভেম্বর বিপ্লব মার্কসের এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে সত্য প্রমাণ করেছিল যে, পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্নিহিত অনিরসনীয় দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী অবসানের বীজ এবং সেই অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে সমাজ যে নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে, স্বাভাবিকভাবে তার নেতৃত্ব থাকবে শ্রমিক শ্রেণিরই হাতে। প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র। মার্কসের বক্তব্য ছিল, শ্রমিক শ্রেণিই বিশ্বে পরিবর্তন আনবে, তাকে পাল্টাবে, কিন্তু তার জন্য আগে তাকে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। একটি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রেণি সচেতন শ্রমিকরা এক অপরাজেয় শক্তি। এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস এ সবই প্রমাণ করেছে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সুযোগ্য ছাত্র এবং রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার লেনিনের শিক্ষাগুলিও এই বিপ্লবের মাধ্যমে সত্য প্রমাণ হয়। মার্কসবাদ লেনিনের কাছে অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্র-বচন ছিল না, তিনি তাকে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োগের বিজ্ঞান রূপেই উপলব্ধি করেন। তাই রাশিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি বিপ্লবকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন। নতুন এই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় যুগ যুগ ধরে সমাজে বিদ্যমান যত ব্যাধি, ক্ষুধা, অভাব, কর্মহীনতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি,দেহব্যবসা— এ সবেরই অবসান ঘটে। যা লক্ষ করেই সমকালীন মনীষীরা, যেমন রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, মুন্সি প্রেমচন্দ, সুব্রহ্মণীয়া ভারতী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং এবং এরকম আরও অনেকে এই বিপ্লবকে অভিবাদন জানান। তাঁদের মধ্যে অনেকে এমনকী সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'পৃথিবীর বুকে স্বর্গ' বলেও অভিহিত করেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মহান স্ট্যালিন জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে, অনুপ্রেরণা জুগিয়ে অমিত শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম, উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের দুর্গ হিসাবে দাঁড়ায় সে দেশ। ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইতালি ও সাম্রাজ্যবাদী জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন বিপন্ন করে দেয় মানব সভ্যতাকেই, তখন মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত লাল ফৌজই তাদের আগ্রাসনকে শেষপর্যন্ত প্রতিহত করেছিল, পরাজিত করেছিল। এই কারণে সারা পৃথিবীই সেদিন স্ট্যালিনকে মানবসভ্যতার রক্ষাকর্তা হিসেবে অভিবাদন জানিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই জয়ের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় এক শক্তিশালী বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবির, যা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক সমীহ জাগানো প্রতিপক্ষ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ সবই আসলে নভেম্বর বিপ্লব

ছয়ের পাতায় দেখুন

আরও কত কোটি ছাত্রের শিক্ষার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হলে সরকার বুঝবে

পাশফেল চালু করা দরকার

পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফল কী মারাত্মক, দেশের মানুষ আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। সারা দেশ জুড়ে দাবি উঠেছে, অবিলম্বে পাশফেল চালু কর। অভিভাবকরা দাবি তুলছেন, শিক্ষকরা দাবি তুলছেন, শিক্ষাবিদরা দাবি তুলছেন। এখনও পর্যন্ত এই সংক্রান্ত যতগুলি কমিশন হয়েছে, প্রতিটি কমিশন পাশফেল চালুর সুপারিশ করেছে। এই প্রবল চাপের সামনে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশনের বৈঠক ডেকেছে। কিন্তু এমন বৈঠক আগেও হয়েছে। বাস্তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই দেশজুড়ে আওয়াজ উঠেছে, বৈঠকের নামে আর সময় নষ্ট করা নয়, ষষ্ঠ শ্রেণি না পঞ্চম শ্রেণি, তা নিয়ে দরকষাকষি নয়। সরকারকে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশফেল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়ে তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে।

পাশফেল থাকা উচিত কি না, এটা আজ আর কোনও বিতর্কের বিষয়ই নয়। অবশ্য কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার যখন এই সিদ্ধান্ত নেয় তখনও এটা বিতর্কের বিষয় ছিল না। কারণ তার সামনে পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা ছিল। এ রাজ্যে সিপিএম নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই গত শতকের আশির দশকের সূচনাতে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দিয়েছিল। তার ফল হয়েছে মারাত্মক। রাজনৈতিক দল হিসাবে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। গড়ে ওঠা সেই প্রবল গণআন্দোলন এবং জনমতের চাপে সরকার বাধ্য হয়ে ইংরেজি ফিরিয়ে আনে, কিন্তু পাশফেল ফেরায়নি। তাতে রাজ্যের মানুষ প্রবল ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেই ক্ষোভকে কাজে লাগাতে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে তারা পাশফেল ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু ক্ষমতায় বসেই তারা একেবারে বিপরীত আচরণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির অজুহাত তুলে দেশের মধ্যে তৃণমূল সরকারই প্রথম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেয়।

পাশফেল ফিরিয়ে আনার পক্ষে আজ দেশজুড়ে জনমত প্রবল। কিন্তু সূচনাপর্বে পরিস্থিতিটা এমন ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে, এমনকী শিক্ষিত অংশের মধ্যেও এ নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছিল। একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-ই সেদিন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এর মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল এবং তখনই দেশের মানুষের সামনে তা তুলে ধরেছিল। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিল, এই নীতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সর্বনাশ নামিয়ে আনবে, এই ব্যবস্থায় যতটুকু শিক্ষা সম্ভব, তাও ধ্বংস করবে এবং পরিণতিতে বেসরকারি ব্যবসায়িক শিক্ষাব্যবস্থার রমরমা ঘটবে। সেই বিশ্লেষণ বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা একের পর এক ক্লাস পেরিয়ে গেলেও বাস্তবে কিছুই শিখছে না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি অনুসরণের নামে তৃণমূল সরকার যখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার নীতিকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বলেছিল, একটি ভ্রান্ত শিক্ষানীতি দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এ রাজ্যে তৃণমূল সরকার ছাত্রছাত্রীদের ভালমন্দের কোনও তোয়াক্কা না করেই তাকে কার্যকর করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভ্রান্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি

চারের পাতায় দেখুন

এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন

২২-২৪ অক্টোবর পাটনায় এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন উপলক্ষে মিছিলের সম্মুখে পতাকা হাতে প্রতিনিধিরা

নিষেধাজ্ঞাই মদ নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ

জনমতের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত রাজ্যে মদ সম্পূর্ণ নিষেধ করতে বাধ্য হয়েছে বিহার সরকার। এই উদ্যোগকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়েছেন এ রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। পশ্চিমবঙ্গেও মদ নিষিদ্ধ করার দাবি করেছেন তাঁরা। একই দাবি বারবার জানিয়ে আসছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলও।

এক সময় বাংলার গর্ব ছিল যে, সে চিন্তা-ভাবনায় বাকি দেশের সাপেক্ষে অগ্রবর্তী। অন্যান্য বহু কারণেই সে গর্ব আর সাজে না। সরকারি হিসাব বলছে, বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর অপরাধের সংখ্যা, বিশেষত মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধের হার কমতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অপরাধপ্রবণতার ক্রমবর্ধিত হার, যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা মদ্যপ, অত্যন্ত সঙ্গত আবেদন জানাচ্ছে যেন অন্তত বিহারের উদাহরণ থেকে এ রাজ্য শিক্ষা নেয়।

কিন্তু রাজ্য সরকার রাজস্ব আদায়ের লোভে মদ ব্যবসার ক্ষতি চায় না, তাতে সমাজ-সংসারের যা ক্ষতি হয় হোক। সকলেই জানেন, এমনকী সরকারের মান্যগণ্যরাও জানেন যে, মদের নেশা আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করে বহু পরিবারে বিপর্যয় ডেকে আনছে। বিগত সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের মতো বর্তমান সরকারও রাজস্ব আদায়ের নামে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার নীতি নেওয়ার ফলেই এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে— একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

মদের নেশায় চুর হয়ে কিশোর-বয়স্করা পর্যন্ত খুন করছে, নারী নির্যাতন করছে, বেসামাল অবস্থায় বেঘোরে মারা যাচ্ছে। ক্রমাগত এ-ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলায় রাজ্যের জনমনে বিক্ষোভ বাড়ছে। সরকার সেই বিক্ষোভ চাপা দিতে মদ নিষিদ্ধ করার কথা এড়িয়ে গিয়ে মামুলি কিছু নিয়ন্ত্রণের কথা বলে আদতে শঠতার আশ্রয় নিচ্ছে। মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের চেতনা, বোধ-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে প্রতিবাদের রাস্তা থেকে দূরে রাখার জন্য অতীতেও শাসকরা মাদকের আশ্রয় নিয়েছে। দেশে দেশে যারাই মানুষের শোষণমুক্তির কথা ভেবেছেন তাঁদেরই মদ ও মাদকের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বকে মাদক দ্রব্য ও মদ বয়কটের কর্মসূচি নিতে হয়েছে। ব্রিটিশ, ফরাসি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে আফিমের নেশায় চীনের মানুষকে বুঁদ করে রাখতে চেয়েছিল সে ইতিহাস মানুষের জানা।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, শাসকরা কিন্তু বারবারই সফল হয়েছে তার শাসন ও শোষণ অবাধে চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে নেশায় ডুবিয়ে রাখতে। বিশেষত তারা অনেকটাই সফল হয়েছে সমাজের একটা বড় অংশকে নেশার ফুর্তিতে মজিয়ে দিতে। এমনকী বহু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও নেশার কবলে পড়ে নৈতিকতা-রহিত বিনোদনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছেন। বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলি বলছে, নিষেধাজ্ঞা মানে অধিকার হরণ। তারা মদ্যপের অধিকার নিয়ে ভাবিত, আর্ত নারীর কান্না, হাহাকার তাদের 'অধিকার-সচেতন হৃদয়' স্পর্শ করতে পারে না। মদ্যপদের হাতে ধর্ষিতা নারীর মাথা উঁচু করে চলার অধিকার নিয়ে তারা ভাবিত নয়। প্রকাশ্যে এবং বাড়িতে বসে মদ খাওয়া আর অবাধ বেলেল্লাপনার অধিকারই যেন গণতন্ত্র— এমন একটা প্রচার মদ কোম্পানিগুলির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতপুষ্ট সিনেমা-সিরিয়ালগুলিতেও দেখানো হচ্ছে সুকৌশলে। এহেন আচরণকেই স্মার্টনেসের তকমা লাগানো হচ্ছে। বাস্তবে স্মার্টনেস স্বেচ্ছাচারিতা থেকে আসে না, আসে চরিত্র এবং কর্তব্যবোধ থেকে।

যে কোনও যথার্থ গণতান্ত্রিক এবং মানবিক সরকারের উচিত মদের নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় হওয়া এবং নিষেধাজ্ঞা জারিই হবে প্রথম কার্যকরী পথ। এই পথ ধরেই আসবে সচেতনতা এবং নৈতিক উন্নয়ন। অথচ সরকার প্রায় নিষ্ক্রিয়। এতে তার

আটের পাতায় দেখুন

রতনে রতন চেনে

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের অন্যতম প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর চিন্তারও অতীত কিছু সমর্থক লাভ করেছেন। তিনি যখন একের পর এক যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগে বিপর্যস্ত, তখন আমেরিকা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে দিল্লির বুকে ট্রাম্পের ও নরেন্দ্র মোদির নামে একযোগে জয়ধ্বনি শোনা গেল 'হিন্দু সেনা'র কর্মকর্তাদের মুখে। ১৮ অক্টোবর দিল্লিতে হনুমানের কাছে ট্রাম্পের জয়ের জন্য মানত করেছেন তাঁরা। এর আগে গত জুন মাসে দিল্লির যন্তর মন্তরে ট্রাম্প সাহেবের জন্মদিনও পালন করেছিল এই 'হিন্দু সেনা'। হিন্দু যজ্ঞের সাত্ত্বিক আগুনের সাথে অক্লেশে স্থান করে নিয়েছিল 'ম্লেচ্ছ' কেক। আমেরিকার বুকেও একই ভাবে ট্রাম্পের জন্মদিনে মার্কিন উগ্রজাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী দলের সাথে ইলিনয় প্রদেশে মিলে গিয়েছিল প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত উগ্রজাতীয়তাবাদী 'হিন্দু সেনা'র দল। ট্রাম্প সাহেব তাঁর অন্যতম আর্থিক মদতদাতা হিসাবে পেয়েছেন ইলিনয়ের 'রিপাবলিকান হিন্দু কোয়ালিশন'-এর চেয়ারম্যান শলভ কুমারকে। এই সব আগুনখোর জাতীয়তাবাদীরা শুধু জন্মদিনের উৎসব করেনি, আমেরিকার নিউ জার্সিতে ট্রাম্পের প্রচারসভার দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। এই ট্রাম্পই কিন্তু তাঁর ভোট প্রচারে গলার জোরে এশীয় বা আফ্রিকী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এবং ভারত সহ নানা দেশ থেকে আমেরিকায় বাস করা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রবল বিষোদগার করছেন। কিন্তু তাতে কিছু আটকায়নি। সাহেবের জুতো যে মিষ্টি লাগে! তাতেই হয়ত এই সব 'জাতীয়তাবাদে'র ধ্বজাধারীদের জাত্যভিমান আরও চাগিয়ে ওঠে!

ট্রাম্প সাহেব নিউ জার্সিতে হিন্দু কোয়ালিশনের আয়োজিত সভায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। শলভ কুমাররাও সদলবলে মোদি-ট্রাম্প জিন্দাবাদ বলে ধ্বনি তুলেছেন। দিল্লির সভাতেও হিন্দু সেনার দল ট্রাম্প-মোদির নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে। আরও আছে, ব্রিটেনের সমস্ত অভিবাসী বিশেষত এশীয় ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের ব্রিটেন থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে হবে এবং সমস্ত অখ্রিস্টানদের তাড়াতে হবে বলে যাঁরা আন্দোলন করছেন সেই নাইজেল ফারাজ, জার্মানির যে চরম দক্ষিণপন্থী নব্য নাৎসিরা সমস্ত উদ্বাস্তুকে অবিলম্বে তাড়াতে হবে বলে রব তুলেছে তাদের সকলের মুখেই ট্রাম্পের জয়ধ্বনি।

অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দূর দেশে তাকানোর দরকার কী, নিজের দেশের টাটকা উদাহরণ দেখলেই হবে। ট্রাম্প সাহেব মহিলাদের সম্বন্ধে যে সব কুরুচিকর মন্তব্য করে বেড়াচ্ছেন তার মধ্যেই আছে তাঁর নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। তিনি মনে করেন মেয়েদের পুরুষের অধীনেই থাকতে হবে। আজকের দিনে নারীদের অফিস-কাছারি, কাজে অংশ নেওয়াটা মেনে নিলেও তাদের মানুষ হিসাবে সমমর্যাদা দিতে তিনি নারাজ। ভারতের আরএসএস ব্র্যান্ড জাতীয়তাবাদীদের সাথে তাঁর এখানে প্রচুর মিল। আরএসএসও বলে মহিলারা অন্তঃপুরেই থাকুন। দিল্লির নির্ভয়ার ধর্ষণ এবং নৃশংস হত্যার পর আরএসএস-এর তৎকালীন প্রধান বলেছিলেন, মেয়েরা বাইরে বেরোলে এমন ঘটনা ঘটবেই। আরএসএস ঘনিষ্ঠ একাধিক ধর্মগুরুর অভিমত ধর্ষণের জন্য মেয়েরাই দায়ী। নরেন্দ্র মোদি এই আরএসএস-এরই একনিষ্ঠ প্রচারক। ব্রিটেন, জার্মানি সহ ইউরোপের উঠতি নব্যনাৎসিদের মতও অনুরূপ।

আরএসএস-বিজেপির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শিবসেনা, মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা, বজরঙ্গ দল, কোথাও বা 'গুজরাটি অস্মিতা'র প্রচারক নানা গোষ্ঠী ভারতের প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা মানুষজন শুধু নয় এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে গিয়ে জীবিকার সন্ধান করলেও জাতীয়তাবাদের নাম নিয়েই তাদের উপর চড়াও হয়। জাতপাত ধর্ম-বর্ণ ভিত্তিক বিভাজনের তারা অতি উৎসাহী সমর্থক। যে জন্য ট্রাম্প-মোদি দুই 'বীর'কে তারা বেছে নিচ্ছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যেও ক্ষইতে ক্ষইতেও যতটুকু গণতান্ত্রিক চেতনা অবশিষ্ট থেকে গেছে তাকে সমূলে উচ্ছেদ না করলে তাদের স্বস্তি নেই।

তবে তার মানে এই নয় যে, ট্রাম্পের বদলে আমেরিকার মসনদে হিলারি ক্লিন্টন বসলেই রাতারাতি আমেরিকা গণতান্ত্রিক চেতনায় ভরপুর হয়ে উঠবে। ভারতের মাটিতে বিজেপির বদলে কংগ্রেস জিতলে কি জাতপাত ধর্ম-বর্ণের মাতামাতিতে কিছু ঘাটতি পড়ে? বিজেপির মতো একই সুরে কংগ্রেসও ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির আমদানি করার চেষ্টা করে গেছে শুরু থেকেই। গণতন্ত্র হরণ, জাতপাত নিয়ে উস্কানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো এসবকিছুতে বিজেপি-কংগ্রেস যেমন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আমেরিকার ট্রাম্প, ভারতের মোদি, ব্রিটেন-জার্মানির নব্য নাৎসিরা যেমন একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস হিসাবে পরস্পরকে চিনেছে, আবার ওবামা সাহেবের পরম বন্ধু হয়েছেন নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি কংগ্রেস নেত্রী বা নেতারা। ভোটের রঙ্গমঞ্চে এরা পরস্পরের যতই শত্রু বলে মনে হোক না কেন, দেখা যাবে হিলারি ক্লিন্টনদেরও বিশ্বজোড়া বন্ধু ছড়িয়ে আছে সেই একচেটিয়া মালিকদেরই সেবাদাস কংগ্রেস-বিজেপির মতো দলগুলির মধ্যে।

সংঘ পরিবারেরও তাই বন্ধু চিনতে ভুল হয়নি। রতনেই যে রতনকে চেনে!

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকার ৮৬ বছরের প্রবীণ কর্মী কমরেড মুরারী মোহন মুখার্জী ৮ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সালে পার্টি প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট

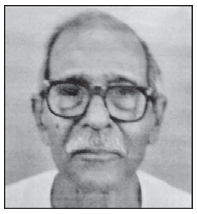

সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার স্পর্শে তিনি দলের কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমেই তদানীন্তন দলের সাংস্কৃতিক শাখা প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের এবং কমরেড শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শান্তি সংঘের সদস্য হিসাবে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে জনসংযোগ গড়ে তোলেন। তাঁর পুরো পরিবারকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করেন, সাধ্যমতো তারা দলের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণও করেন। স্থানীয় নানা ইস্যুতে আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। রুচি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জায়গাটি ছিল খুবই উন্নত ও আকর্ষণীয়। তিনি দলমত নির্বিশেষে বিপদে আপদে পড়া মানুষের খোঁজখবর নিতেন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য-পরামর্শ দিতেন। সে জন্য তিনি আপামর জনসাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কারও ব্যবহারে নিম্নরুচির প্রকাশ দেখলে তিনি প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করতেন না। এ ধরনের আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তদানীন্তন শক্তিশালী বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের তরফে তিনি আক্রান্ত ও নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁদের পরিবারের দোকানের একটি অংশ পার্টির জেলা অফিস হিসাবে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। প্রথম জীবনে তিনি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে ছিলেন। ভালো বক্তব্য রাখতে পারতেন। পার্টি প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তাঁর বরাবরই ছিল। দেশ-বিদেশের খবর রাখায় তাঁর আগ্রহ ছিল। শেষ বয়স পর্যন্ত জেলা অফিসে আসতেন, থাকতেন। ভাল সংবাদে যেমন আনন্দিত হতেন, বিপদের খবর শুনলে উৎকণ্ঠিত হতেন। যেখানে মেলামেশা করতেন সেখানেই পার্টির কথাকে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। এই প্রবীণ কমরেডের প্রয়াণে জেলায় দলের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ গভীরভাবে শোকাহত।

তাঁর মরদেহ জেলা অফিসে এলে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস প্রবোধ পুরকাইত, গোপাল বসু, নন্দ কুণ্ডু, তরুণ নস্কর, সুজাতা ব্যানার্জী প্রমুখ, জেলা কমিটির সদস্যরা, স্থানীয় লোকাল কমিটি ও গণসংগঠনগুলির তরফে মাল্যদান করা হয়। জেলা তথা লোকাল অফিসে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়।

১৬ অক্টোবর শান্তি সংঘ সেমিনার হলে তাঁরই সহযোগী চণ্ডীচরণ মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, শান্তি সংঘের বিশিষ্ট সংগঠক ভূতনাথ মুখার্জী ও লোকাল সম্পাদক কমরেড প্রবীর বৈদ্য প্রমুখ শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড মুরারী মোহন মুখার্জী লাল সেলাম

নভেম্বর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

জে ভি স্ট্যালিন

নভেম্বর বিপ্লবকে (রুশ পুরনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর বিপ্লব) নিছক 'জাতীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ' একটি বিপ্লব মনে করা ঠিক নয়। নভেম্বর বিপ্লব মূলত বিশ্ববিপ্লব, এর তাৎপর্য আন্তর্জাতিক। কারণ এই বিপ্লবের মধ্যে রয়েছে মানব-ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক পালাবদলের, পুরনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের সূচনা।

অতীতে যেসব বিপ্লব ঘটেছে, তা সাধারণত সরকারি ক্ষমতায় বসে থাকা একদল শোষকের উচ্ছেদ এবং তার বদলে অপর একদল শোষকের ক্ষমতাদখলের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে। শোষক বদলেছে কিন্তু শোষণটা থেকেই গিয়েছে। দাসদের মুক্তিসংগ্রাম এভাবেই শেষ হয়েছিল। এমনটাই ঘটেছিল ভূমিদাসদের বিপ্লবেও। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানির 'মহান' বিপ্লবগুলিতে একই ঘটনা ঘটেছিল। আমি অবশ্যই এখানে প্যারি কমিউনের কথা বলছি না। প্যারি কমিউনেই সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিবাদকে খতম করে মানব ইতিহাসে নবযুগ সৃষ্টির মহান ও দুঃসাহসী চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল।

অতীতের সমস্ত বিপ্লবের সঙ্গে নভেম্বর বিপ্লবের পার্থক্যের চরিত্র মৌলিক। এক ধরনের শোষণের বদলে ভিন্ন ধরনের শোষণ, বা এক দল শোষকের বদলে ভিন্ন আর এক দল শোষককে নিয়ে আসা এর লক্ষ্য নয়, এই বিপ্লবের লক্ষ্য হল— মানুষের দ্বারা মানুষের সর্বপ্রকার শোষণের অবসান, সব ধরনের শোষকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ, সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসে এ যাবৎ নিপীড়িত সকল শ্রেণির মধ্যে সবচেয়ে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণিকে ক্ষমতায় আনা এবং একটি নতুন শ্রেণিহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

ঠিক এই কারণেই, নভেম্বর বিপ্লবের বিজয় মানবসমাজের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে, বিশ্বপুঁজিবাদকে ইতিহাস-নির্ধারিত পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, দেশে দেশে সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। গোটা দুনিয়ায় শোষিত জনগণের সংগ্রামের পদ্ধতি, সংগঠনের চেহারা, জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এই মূল কারণগুলির জন্যই নভেম্বর বিপ্লব বিশ্ববিপ্লব, এর তাৎপর্য আন্তর্জাতিক। এই কারণেই, সকল দেশের শোষিত শ্রেণিগুলি নভেম্বর বিপ্লবকে সুগভীর সহমর্মিতায় সমৃদ্ধ করেছে। অক্টোবর বিপ্লবকে তারা নিজেদের মুক্তি সংগ্রামের দিশারি বলে গ্রহণ করেছে।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবের মূল কয়েকটি দিক দেখা যাক।

১। নভেম্বর বিপ্লবের একটা প্রধান সাফল্য হল, এই বিপ্লব বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ ভেদ করেছে, এই বিপ্লব বিশ্বের বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির একটিতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা শ্রেণিকে ক্ষমতায় এনেছে। মজুরশ্রেণি, নির্যাতিত শ্রেণি, উৎপীড়িত ও শোষিত শ্রেণি ইতিহাসে এই প্রথম শাসকশ্রেণির স্তরে পৌঁছেছে যেটা সকল দেশের সর্বহারা শ্রেণির সামনে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়েছে।

এর অর্থ হল, নভেম্বর বিপ্লব এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। সেই যুগ হল, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সর্বহারা বিপ্লবের যুগ।

নভেম্বর বিপ্লব পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের হাত থেকে উৎপাদনের হাল-হাতিয়ারের মালিকানা কেড়ে নিয়ে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছে, এভাবেই জন্ম দিয়েছে বুর্জোয়া সম্পত্তির পাল্টা সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির। ব্যক্তিগত মালিকানা হল পবিত্র, অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত— বুর্জোয়াদের এই মিথ্যা প্রচারের মুখোশ নভেম্বর বিপ্লব খুলে দিয়েছে।

এই বিপ্লব বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে রাষ্ট্রক্ষমতা সোভিয়েটের হাতে তুলে দিয়েছে। এই পথেই, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি শাসন তথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পাল্টা সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক শাসন তথা সর্বহারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই ১৮৮৭ সালে লাফার্গে সঠিকভাবেই বলেছিলেন, বিপ্লবের উষালগ্নে "সমস্ত পূর্বতন পুঁজিপতিদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে।"

বর্তমানকালে বুর্জোয়া সংসদীয় রাস্তায় শান্তিপূর্ণ ভাবেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব— সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের এই প্রচার যে কত বড় মিথ্যা নভেম্বর বিপ্লব তা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব এখানেই থামতে পারে না, থেমে থাকেওনি। পুরনো বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ভাঙার পর এই বিপ্লব নতুন সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে। নভেম্বর বিপ্লবের পরের দশ বছরে গড়ে তোলা হয়েছে পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সোভিয়েট সঙ্ঘ, সমবায়, সাংস্কৃতিক সংগঠন, পরিবহন, শিল্প-কারখানা ও লাল ফৌজ। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অবিসংবাদী সাফল্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, বুর্জোয়াদের ছাড়াই, এমনকী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সর্বহারা শ্রেণি সাফল্যের সঙ্গে দেশের শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম, বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে এমনকী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সর্বহারা শ্রেণি যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম, বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে এমনকী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনা করতে সক্ষম, পুঁজিবাদের সামরিক বেষ্টনীর মধ্যেও সর্বহারা শ্রেণি সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম।

প্রাচীন যুগে বিখ্যাত রোমান সিনেটর মেনেনিউস আর্জিপ্পা পুরনো একটা 'তত্ত্ব' আওড়ে বলেছিলেন যে, পাকস্থলী বাদ দিলে মাথা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতটুকু কাজ করতে পারে শোষকদের বাদ দিলে শোষিতরা তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে না। মতটা কেবল তার একার নয়। এই 'তত্ত্ব'ই বর্তমানে, সাধারণভাবে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের এবং বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক নীতির প্রবক্তাদের রাজনৈতিক 'দর্শনে'র বনিয়াদ। এই 'তত্ত্ব', যা বর্তমানে একটা বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে, তা, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সর্বহারা শ্রেণিকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করার পথে এখন সবচেয়ে গুরুতর বাধা। এই ভ্রান্ত 'তত্ত্ব'কে মরণ-আঘাত হেনেছে নভেম্বর বিপ্লব, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

নভেম্বর বিপ্লবের এইসব ফলাফল ও এই জাতীয় অন্যান্য সাফল্য যে পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনকে দারুণভাবে প্রভাবিত না করে পারে না, সেকথা আরও প্রমাণ করার কোনও প্রয়োজন আছে কি ?

পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট শক্তির দ্রুত বিকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণির প্রতি সমস্ত দেশের সর্বহারা শ্রেণির ক্রমবর্ধমান সহমর্মিতা, এবং বহু শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোভিয়েট দেশে আগমন— প্রায় সকলেরই জানা এই সব ঘটনাগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, নভেম্বর বিপ্লব যে বীজ বপন করেছে তা ফুলে ফলে ভরে উঠতে শুরু করেছে।

২। নভেম্বর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদকে তার মূল ঘাঁটিতে অর্থাৎ শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই শুধু আঘাত করেনি, সাথে সাথে উপনিবেশগুলিতে ও সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বজ্রমুষ্ঠিকে শিথিল করে তার পশ্চাৎভূমিতে, তার বিস্তৃত সীমানার প্রান্তে প্রান্তে আঘাত হেনেছে।

পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের উচ্ছেদ করার পর, নভেম্বর বিপ্লব জাতিগত ও ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খল চূর্ণ করেছে, এক সুবিশাল রাষ্ট্রের সমস্ত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ঔপনিবেশিক ও জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্ত করেছে, কোনও জনগোষ্ঠী বাদ যায়নি। নিপীড়িত জাতিগুলিকে মুক্ত না করে সর্বহারা শ্রেণি নিজেকে কখনও মুক্ত করতে পারে না। নভেম্বর বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরে ঔপনিবেশিক-জাতিগত প্রশ্নে বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং সেটা জাতিগত শত্রুতা ও সংঘাতের ধ্বনি দিয়ে নয়, এই আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার শ্রমিক-কৃষকদের পারস্পরিক আস্থা ও ভ্রাতৃত্বমূলক মিলনের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই। জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে নয়, আন্তর্জাতিকতার পতাকাতলে।

আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক-জাতিগত প্রশ্নে এই বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিকতার পতাকাতলে ঘটেছিল বলেই এমনকী অন্ত্যজ জাতি, অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা জাতি মানব-ইতিহাসে এই প্রথম যথার্থই সমান ও স্বাধীন জাতির স্তরে উন্নীত হয়েছে, যার দ্বারা গোটা বিশ্বের অবদমিত জাতিগুলির সামনে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

অর্থাৎ, নভেম্বর বিপ্লব এক নতুন যুগের, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিপ্লবের যুগের সূচনা ঘটিয়েছে। বিশ্ব-সর্বহারার সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে নিপীড়িত দেশগুলিতে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে এই বিপ্লব চলছে।

অতীতে একটা 'স্বীকৃত' ধারণা ছিল যে, অনাদিকাল থেকেই দুনিয়ার মানুষ উন্নত ও পশ্চাদপদ জাতিতে, সাদায় ও কালোয় ভাগ হয়ে আছে। কালো ও পশ্চাদপদরা সভ্যতা গড়ে তোলার উপযুক্ত নয়, শোষিত হওয়ার জন্যই তাদের জন্ম। আর শ্বেতকায় ও উন্নত জাতিগুলিই কেবল সভ্য এবং বাকিদের শোষণ করাই তাদের কর্তব্যকর্ম।

এই পুরাকাহিনী এখন চুরমার হয়ে বাতিলের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। নভেম্বর বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল, তা ওই পুরাকাহিনীকে মরণ-আঘাত হেনেছে। এই বিপ্লব বাস্তবে হাতে-কলমে দেখিয়েছে, মুক্তি অর্জন করে যেসব অ-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী সোভিয়েটের অগ্রযাত্রার শরিক হয়েছে, যথার্থ প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চা ও বিস্তারে, যথার্থ উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষমতায় তারা যেকোনও ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর তুলনায় এক বিন্দুও কম নয়।

নভেম্বর বিপ্লবের আগে প্রচলিত 'স্বীকৃত' ধারণা ছিল যে, নিপীড়িত জাতির মুক্তি একমাত্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতেই সম্ভব— যে পদ্ধতির কাজ ছিল এক জাতিকে অপরাপর জাতিগুলি থেকে পৃথক করে দেওয়া, জাতিগুলির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন জাতির ভিতরের শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে জাতিবৈরিতাকে আরও তীব্র করে দেওয়া।

দীর্ঘকাল চলে আসা এই ধারণাকেও এখন পরিত্যাজ্য বলে মেনে নিতে হবে। নভেম্বর বিপ্লব এই ধারণাকে মরণ-আঘাত হেনেছে— নভেম্বর বিপ্লব বাস্তবে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছে— সর্বহারা আদর্শ, আন্তর্জাতিকতাবাদের পথেই নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি সম্ভব, এইটিই তাদের মুক্তির সব থেকে কার্যকরী ও একমাত্র সঠিক পথ। বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময় জাতিগুলির শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্য গড়ে তোলা যে সম্ভব ও কত কার্যকরী, নভেম্বর বিপ্লব তা দেখিয়ে দিয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্তিত্বই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভবিষ্যতে কীভাবে বিশ্বের সমস্ত দেশের মেহনতি মানুষ একটি অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হবে, আজকের সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্তিত্ব ভ্রূণাকারে তারই দৃষ্টান্ত। এইসব এবং এ-ধরনের আরও যেসব সাফল্য নভেম্বর বিপ্লব অর্জন করেছে, তা যে ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল

সাতের পাতায় দেখুন

অবিলম্বে পাশফেল চালু করতে হবে

একের পাতার পর

আই (কমিউনিস্ট) দেশজোড়া আন্দোলনে নামে। রাজ্যে রাজ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ, স্তরে স্তরে ডেপুটেশন, সভা, সেমিনার, মিছিল, ছাত্রমিছিল, ছাত্রধর্মঘট চলতেই থাকে। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ সারা দেশ থেকে সংগ্রহ করা কোটি কোটি স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে লক্ষাধিক মানুষ পার্লামেন্ট অভিযান করে। রাজ্যে সেই আন্দোলন এমনকী তৃণমূল সরকারের প্রবল দমন-পীড়নের শিকার হয়। ২০১৪ সালে এই দাবিতে সংগঠিত মিছিলে পুলিশের বর্বর লাঠিচার্জে আহত হন অসংখ্য কর্মী, চিরতরে চোখ হারায় দুই কর্মী। এর ফলে সুদৃঢ় জনমত গড়ে ওঠে। শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদরাও ব্যাপক সংখ্যায় আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসেন।

স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই যখন এই ভ্রান্ত শিক্ষানীতির সমর্থক হয়ে পড়ল, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কীভাবে এমন এক নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হল? তার কারণ, এই দলগুলির কারওরই জনসাধারণের ভালমন্দ সম্পর্কে, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-নৈতিকতার উন্নয়ন-অধোগতি নিয়ে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধি, কেরিয়ার গড়ে তোলা, নেতা-মন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করা এবং সেই লক্ষ্য পূরণে জনগণকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করাই তাদের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাই যেহেতু এই দলগুলির লক্ষ্য, তাই তাদের মতো এরাও চায়, জনগণ অশিক্ষা-অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকুক, এই বিরাট অংশের শোষিত জনগণের জ্ঞান অর্জন ও সচেতনতাকে এরা ভয় পায়। তাদের অজ্ঞতাই এদের শক্তি। তাই নানা অছিলায়, কখনও পাশফেল তুলে দিয়ে, কখনও ইংরেজি তুলে দিয়ে, কখনও ফি বাড়িয়ে, ডোনেশন চালু করে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে তুলে শিক্ষার সুযোগকে এরা সংকুচিত করতে চায়। তারা দেশের বেশিরভাগ মানুষকে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার শিকার বানাতে চায়, যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনে, কর্মজীবনে কোনও কাজেই লাগবে না। আর, দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে একটি মুষ্টিমেয় অংশের জন্য তারা আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা কেরিয়ারমুখী এবং সেজন্যই খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) চায় সকলের জন্য প্রকৃত শিক্ষা, যা মানুষকে সচেতন মানুষ হিসাবে, প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে। ফলে, একদিকে জনগণের দল হিসাবে তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার জন্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) যেমন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, তেমনই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, যা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তিধারাই তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

জনমত, দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদদের অভিমত এবং পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার মারাত্মক পরিণাম সরকারি নীতির পুরোপুরি বিরুদ্ধে গেলেও দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে রাজ্যে সরকারগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকারও নানা ছুতোয় সিদ্ধান্ত নিতে টালবাহনা করছে। অযথা এই বিলম্বের দ্বারা আরও অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর ক্ষতি করা হচ্ছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী এই ক্ষতির কথা মুখে স্বীকার করেও জোরের সঙ্গে পাশফেল ফেরানোর কথা বলছেন না। অনেকেই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে চালু করার কথা বলছেন। এ সবই হল বাস্তবে ভাবের ঘরে চুরি। ভাবি এক, বলি এক, আর করি আর এক। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জনগণের কাছে কোনও দায়বদ্ধতা না থাকার কারণেই তাঁরা এমন আচরণ করে চলেছেন। দেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবি করছি, জনমতকে, শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞতা ও মতকে মর্যাদা দিয়ে, দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশফেল চালু করা হোক। এই দাবি আদায়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য আমরা সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

দক্ষিণ বারাশতে জনসভা

মূল্যবৃদ্ধি রোধ, প্রথম শ্রেণি পাশ-ফেল চালু, মদ নিষিদ্ধ করা, বিদ্যুতের দাম কমানো, সকল বেকারের কাজ এবং কুলপী রোডের যানজট সমস্যা সমাধানের দাবিতে ২২ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারাশতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইরাকের মসুল শহরকে আইসিসের কবলমুক্ত করতে মার্কিন তৎপরতা কোন মতলবে

মার্কিন বাহিনী ইরাকি সেনাদের সঙ্গে নিয়ে ইরাকের মসুল শহরের একটি অংশ সম্প্রতি মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইসিস-এর কবল থেকে উদ্ধার করেছে। বাকি অংশ উদ্ধারের জন্য লড়াই চলছে। মার্কিন বাহিনীর এই অভিযান নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক ঢাকঢোল পেটানো চলেছে। আইসিসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমেরিকা কতখানি দৃঢ়পণ তা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, মসুল থেকে সন্ত্রাসীদের নিকেশ করার জন্য আমেরিকার হঠাৎ এই ব্যগ্রতা কেন? তা কি ইরাকি জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য? গোটা ইরাক জুড়ে প্রতিদিনই তো চলেছে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অসংখ্য তাণ্ডব, ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষ! আজ আর এ কথা গোপন নেই যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই এ সবের হোতা। তারাই সাম্রাজ্যবাদী লুঠের স্বার্থে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের বিরুদ্ধে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রাখার মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে বছরের পর বছর ধরে নির্মম আগ্রাসন চালিয়ে গোটা দেশটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ সহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ ইরাকি নাগরিককে হত্যা করেছে। অসংখ্য মানুষ আজ ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু। লক্ষ লক্ষ ইরাকি শিশু মা-বাবা হারিয়ে অনাথ। যে ইরাকে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ শান্তিতে সহাবস্থান করত, সাম্রাজ্যবাদী লুঠের সুবিধা করতে সেই ইরাককে আমেরিকা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ একটি দেশে পরিণত করেছে। গোটা দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ইরাকের জনসাধারণের জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আজ তারাই আবার ইরাককে সন্ত্রাসমুক্ত করতে চায় — এ কথা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

তাছাড়া আইসিসের সৃষ্টি ও বাড়বাড়ন্তের পিছনে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত রয়েছে, নানা তথ্যপ্রমাণ থেকে ইতিমধ্যেই সে কথা ফাঁস হয়ে গেছে। প্রমাণিত হয়ে গেছে, সাম্রাজ্যবাদী মুনাফা লুঠের তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে নৈরাজ্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র সফল করতে আমেরিকা ও তার স্যাঙাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একদিকে নানা ভাবে আইসিসের মতো নানা উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সুযোগ করে দিচ্ছে, অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে তাদের বাড়বাড়ন্তে সাহায্য করে চলেছে, আবার অন্যদিকে তাদেরই শত্রু হিসাবে দেখিয়ে দেশে দেশে হামলা চালাচ্ছে। ফলে মসুল দখলমুক্ত করার নামে কার্যত আইসিস সন্ত্রাসীদের সিরিয়ায় তাদের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে পরিচিত রাক্কা শহরে পাঠিয়ে দেওয়ার রাস্তাই খুলে দিতে চাইছে আমেরিকা — এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকেই। একই ঘটনা ঘটেছিল এ বছরের গোড়ার দিকে, যখন ইরাকের ফালুজা শহরকে আইসিসের দখলমুক্ত করা হয়েছিল। মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা তৎক্ষণাৎ সরে গিয়েছিল সিরিয়ায়। এবারেও তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রয়েছে।

সিরিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তারের প্রবল লালসা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ও তার স্যাঙাতরা সে দেশের প্রেসিডেন্ট বশির আল আসাদের উপর কবজা কায়েম করতে পারছে না। রাশিয়া সিরিয়ার পাশে দাঁড়ানোয় আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইরান ও আরবের তৈলক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হলে অবস্থানগত কারণে সিরিয়ার মাটিতে পা রাখা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একান্ত প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে গত কয়েক বছর ধরে 'সিরিয়ায় গণতন্ত্র বিপন্ন' — এই ধুয়া তুলে সরকারবিরোধী 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি'-র নামে লুটেরা সন্ত্রাসীদের নানা ভাবে মদত দিচ্ছে আমেরিকা ও তার দোসর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। সাথে সাথে আইসিস সন্ত্রাসীদের সিরিয়ার অভ্যন্তরে তাণ্ডব চালানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। বস্তুত আইসিস বিরোধী লড়াইয়ের মূল কেন্দ্র বর্তমানে সিরিয়াই। আসাদ সরকারের সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে লড়ছে। আইসিসও তার বেশিরভাগ শক্তি সংহত করছে সিরিয়ার সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য। আমেরিকা যদি সত্যিই আইসিসকে নির্মূল করতে চাইত, তাহলে তাদের দাঁড়াতে হত আসাদ সরকারের পাশে। কিন্তু তা তারা করেনি শুধু নয়, আইসিস নিধনের ধুয়া তুলে বহু ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট আসাদের সেনাবাহিনীর উপরেই মার্কিন বাহিনী বোমাবর্ষণ করছে।

ফলে, মসুলকে আইসিসের দখলমুক্ত করার পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আসল মতলব আজ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষের কাছে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

মুর্শিদাবাদ জেলা যুব সম্মেলন

১৬ অক্টোবর অল ইণ্ডিয়া ডি ওয়াই ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির অষ্টম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বহরমপুর শহরের গ্রান্ট হলে শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড আরিফ খন্দেকার (অপু)। সমর্থন করে আরও পাঁচজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। কমরেড ইস্তাজ আলী ও কমরেড আরিফ খন্দেকারকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ১৮ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। গান, মূকাভিনয়, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন কান্দী থেকে আগত প্রতিনিধিরা। শেষে এক সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

এলাহাবাদে মহিলা কনভেনশন

১৬ অক্টোবর এলাহাবাদের বাল ভারতী স্কুলে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের এলাহাবাদ ইউনিটের উদ্যোগে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার শীর্ষক এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে নারী জাগৃতি এবং তার ভিত্তিতে নারী ঐক্য গড়ে তুলে আন্দোলন জরুরি। মদ, সহজলভ্য পর্নো সাইট, অশ্লীলতা এবং পশ্চাৎপদ চিন্তা ও সংস্কৃতিতে মহিলাদের আটকে রাখার রক্ষণশীল মানসিকতা নারী নির্যাতন বৃদ্ধির কয়েকটি মারাত্মক কারণ। সমাজে এবং নারীদের মধ্যে বিদ্যমান সামন্তী মানসিকতা এবং রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন নিধি সিং। ডাঃ কল্যাণী রায়চৌধুরী অশ্লীলতার বিজ্ঞাপনে মিডিয়ার ভূমিকার সমালোচনা করেন। কমরেড সুমনলতা শুক্লা উল্লেখ করেন মদ্যপান কীভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কমরেড জ্ঞানশীলা শর্মা পর্নো সাইটের বিরুদ্ধে আঙুল তোলেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি কমরেড রেশমি মালবিয়া। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ ডঃ মহুয়া নন্দ।

এই উক্তি আমার বিবেক দংশন সৃষ্টি করেছে

অষ্টমীর রাতে হাওড়ার বড়গাছিয়া বাজারে ছিল হাজার হাজার মানুষের জনস্রোত। হঠাৎ ২৪/২৫ বছরের এক যুবক এস ইউ সি আই (সি) বুক স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁর দৃষ্টি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য উদ্ধৃতির প্রতি —'একটা জাতি না খেতে পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেয়েও সে লড়ে ...'। এক এক করে স্টলে টাঙানো কোটেশনগুলি তিনি পড়লেন, তারপর স্টলের কর্মীদের বললেন 'এই উক্তিগুলি আমার মনে আলোড়ন তুলেছে, বিবেক দংশন সৃষ্টি করেছে'। বললেন ওনার লেখা বইগুলি একটু দেখান। বেছে বেছে ৫টি বই নিলেন। তিন দিন পরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানালেন, 'শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' বইটিতে শরৎবাবুর উক্তি 'মানুষের মরণ আমাকে বড় একটা আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে, এ যেন আমি সহিতেই পারি না' — আমাকে সত্যিই ভাবিয়েছে। ভগৎ সিং-এর ওপর লেখাটি পড়ে আমি অভিভূত। ভগৎ সিং তাঁর রক্তের সম্পর্ক স্বীকার করছেন শহিদ ক্ষুদিরামের সঙ্গে, ভবিষ্যতে তাঁর বিপ্লবের আদর্শ কার্যকরী করতে যে নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসবেন তাঁদের সাথে। ওই যুবকের বক্তব্য, আজকাল রাজনীতিতে নীতি-আদর্শের চর্চা কেউ করে না। আপনারা করছেন, তাই আপনাদের সাথে আমি আছি।

আন্দোলনে দাবি আদায় বাগনানে

বাগনান এন ডি ব্লকের জনবহুল এলাকায় দেড় কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটছিল। এই অবস্থায় দলের বাগনান লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে রাস্তা সারাবার দাবিতে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর সহস্রাধিক স্বাক্ষর নিয়ে বাগনান ১নং বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। যার ফলে পুজোর আগেই রাস্তা সারানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। দ্রুত দাবি আদায়ের ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

পানীয় জলের সংকট সমাধানের দাবিতে দলের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে শত শত মানুষকে নিয়ে বাগনান ২নং বিডিও অফিস ঘেরাও করা হয়েছিল। বিডিও আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনমাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে। ডেপুটেশনের ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও সম্প্রতি জল সংকট চূড়ান্ত আকার ধারণ করায় পুনরায় বিডিও-র কাছে ২৯ সেপ্টেম্বর ডেপুটেশন দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সাথে বিডিও পি এইচ ই-এর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন। যার ফলে বর্তমানে নলবাহিত জলের পরিমাণ অনেকটা বেড়েছে ও জল সংকট কমেছে।

জেএনইউ-র অপহৃত ছাত্রকে খুঁজে বার করার দাবি ডিএস ও-র

দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজির ছাত্র নাজীব আহমেদকে অতি দ্রুত খুঁজে বার করার দাবিতে ২২ অক্টোবর দিল্লিতে যৌথ মিছিল করে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, এ আই এস এ সহ বিভিন্ন সংগঠন। ১৪ অক্টোবর রাতে বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপির দুষ্কৃতীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হোস্টেলের মধ্যেই তাকে ব্যাপক মারধোর করে। তার পর থেকেই নাজীবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবিভিপির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার নাজীবের জীবনের আশঙ্কাও করছেন সহপাঠীরা। অপরাধীদের বাঁচাতে ব্যস্ত পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাজীবকে খোঁজার ব্যাপারে আশ্চর্যজনক ভাবে উদাসীন। এমনকী উপাচার্য নিজে নাজীবকে খোঁজার দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের চরম ক্ষতি করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

এ আই ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র ২৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে নাজীবকে খুঁজে বার করার জন্য উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

হরিয়ানায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্মেলন

উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ

১৫-১৬ অক্টোবর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলন হরিয়ানার রোহতকে পণ্ডিত বি ডি শর্মা মেডিকেল সায়েন্স ইনিস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ১৮টি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থেকে ৭০০ মেডিকেল শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, ছাত্র, স্বাস্থ্যকর্মী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ডাঃ ও পি কালরা (ভাইস চ্যান্সেলার অফ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস, পি জি আইএমএস, রোহতক), উদ্বোধক ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ আর কে শর্মা (ডিরেক্টর, পিজিআইএমএস রোহতক)। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ ধ্রুব চাউধরী (পালমোনারি ও ক্রিটিকাল কেয়ার বিভাগ, পিজিআইএমএস রোহতক), অধ্যাপক ডাঃ ডি কে শর্মা (মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, এ আই আই এম এস, দিল্লি), অধ্যাপক ডাঃ ভি নারলেকর, (বিভাগীয় প্রধান অর্থোপেডিক, নাসিক মেডিকেল কলেজ), অধ্যাপক ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী (প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন, মেডিকেল কলেজ কলকাতা), ডাঃ তরুণ মণ্ডল (প্রাক্তন সাংসদ এবং সহ সভাপতি, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার), ডাঃ অশোকসামন্ত প্রমুখ।

প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ

১৫ অক্টোবর প্রকাশ্য অধিবেশনে ১৬টি বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের 'স্বাস্থ্যচিত্র ও সমস্যা' শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ সুশান্ত বড়ুয়া (বাংলাদেশ), অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ গিরি (নেপাল), ডাঃ সুব্রমনি এম (আমেরিকা) এবং ডাঃ সত্যজিৎ সিং (ভারত)।

সম্মেলনে খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৫-এর তীব্র সমালোচনা করে দাবি করা হয়— সরকার অবিলম্বে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তৈরি বিমানির্ভর এই খসড়া স্বাস্থ্য নীতি পরিত্যাগ করে জনমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করুক, স্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ হোক, দেশের সকল রাজ্যের সিলেবাস সমমানে উন্নীত না করে অভিন্ন পরীক্ষা এন ই ই টি-এর মাধ্যমে ডাক্তারিতে ভর্তির প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে হবে, স্বাস্থ্যকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, বিজ্ঞানভিত্তিক ভেষজ নীতি চালু এবং মানুষকে উন্নত মানের ওষুধ বিনা পয়সায় সরবরাহ করতে হবে, স্বাস্থ্য বাজেটে কমপক্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক ডাঃ ভি নারলেকরকে সভাপতি এবং ডাঃ বিজ্ঞান বেরাকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি করা হয়।

১৭ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে ধরনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উল্লেখিত দাবি সহ ১১ দফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ধরনায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ দেববর ব্যানার্জী (প্রফেসর এমিরিটাস, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ দিল্লি), অধ্যাপক ডাঃ সন্দীপ মিশ্র, (প্রধান, কার্ডিওলজিস্ট বিভাগ, এ আই আই এম এস, নিউ দিল্লি), অধ্যাপক ডাঃ নারলেকর, অধ্যাপক ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, ডাঃ জীতেন মুর্মু সহ সহস্রাধিক মেডিকেল শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, ছাত্র, স্বাস্থ্যকর্মীরা।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের সভা

রেডিমেড গার্মেন্টস শ্রমিকদের সরকারি পরিচয়পত্র প্রদান, পি এফ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, পেনশন, বছরে ২ লাখ টাকার স্বাস্থ্য বিমা প্রভৃতির দাবিতে ১৫ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়াতে ৫ শতাধিক শ্রমিকের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ খায়রুল আলম মন্ডল। বক্তব্য রাখেন তারক দাস, নির্মল মণ্ডল, কামাল সরদার। শ্রমিকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সওকত মণ্ডলকে সভাপতি, মিজানুর মণ্ডলকে সম্পাদক ও হাফিজুল মণ্ডলকে হিসাবরক্ষক করে ১৯ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়।

রাশিয়ার নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ

একের পাতার পর

পরিচালনায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহান আদর্শের সঠিক প্রয়োগ ও তার ধারাবাহিকতায় শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সাফল্যেরই ফল।

ফ্যাসিস্ট সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত লাল ফৌজের জয়, সোভিয়েত সমাজের অভাবনীয় উন্নতি, যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল, স্বভাবতই সারা পৃথিবীতেই বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অভাবনীয় সাফল্যের সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়েও স্ট্যালিন দলের সদস্যদের হুঁশিয়ারি দিতে ভোলেননি। তিনি তাঁদের আত্মসন্তুষ্টির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনাকে হাতিয়ার করে দলীয় আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালানোর আবেদন জানান। দলীয় সদস্যদের এবং সাধারণভাবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণিরই ক্রমাগত আদর্শগত চেতনার মানবৃদ্ধির উপরে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সতর্ক করেন যে, যদি আদর্শগত মানোন্নয়নকে অবহেলা করা হয় তবে সমাজে পুঁজিবাদী আদর্শ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এমনকী বাইরের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহযোগিতায় সোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরেই প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র বিষয়েও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পরামর্শ বাস্তবে প্রয়োগের আগেই ১৯৫৩ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে এমন একটি মহৎ সমাজও সংশোধনবাদী নেতৃত্বের কবজায় পড়ে ভিতর থেকেই দুর্বল হয়ে গেল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব দল ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়। এরই ফলশ্রুতিতে শেষপর্যন্ত ১৯৯০-এর দশকে প্রতিবিপ্লব ঘটে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। একই কারণে বিশ্বের অন্যান্য পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে। এর সুযোগ নিয়েই সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে যুদ্ধশিবির আজ আবার অত্যন্ত আগ্রাসী হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্র ও তাদের সার্বভৌমত্ব আজ কার্যত তাদের হুমকির মুখে। এই ঘটনাও প্রমাণ করে, মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হলে শ্রেণিসচেতন শ্রমিক শ্রেণি যেমন এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হতে পারে, তাদের অপরিমেয় শক্তি বিস্ময়কর কীর্তির স্বাক্ষর রাখতে পারে, ঠিক তেমনই সঠিক পথ থেকে যে কোনওরকম বিচ্যুতিই আবার সমাজকে প্রতিবিপ্লবের পথে ঠেলে দিয়ে শোষণকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনরুত্থান ঘটাতে পারে— যে শিক্ষা ও হুঁশিয়ারি মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ, কমরেড শিবদাস ঘোষ— সকলেই দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যভাগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, যদিও সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ থেকে বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাত করা মূলত সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামোয় তা এখনও ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি হিসাবেই রয়ে গেছে, যা সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করতে সক্ষম।

১৯৯০ সালে সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্ব কি বসবাসের জায়গা হিসাবে আগের থেকে উন্নত হয়ে উঠেছে? যুদ্ধ কি বিদায় নিয়েছে? দারিদ্র,বেকারি, অশিক্ষা, অসাম্য, সাংস্কৃতিক অবনমন— সামাজিক যত ব্যাধি, সব কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে? অথচ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের আগে এসবের জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবির তো এত দিন সমাজতন্ত্রকে দায়ী করে ঢাক পিটিয়ে এসেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের ফলে শুধুমাত্র রাশিয়ার মানুষের জীবনেই শোষণ ও অবদমন আবার পুরোমাত্রায় ফিরে এসেছে তা নয়, সারা বিশ্বেই মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেমে এসেছে অন্ধকার। শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া, কম উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেই নয়, এমনকী উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতেও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। সর্বত্র মানুষ আজ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে। কিন্তু যেটার আজ অভাব, তা হল সেই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক নেতৃত্বের — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ, যথেষ্ট শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণির একটি বিপ্লবী দলের, যা এই সব আন্দোলনগুলিকে নেতৃত্ব দিতে ও বিপ্লবের পথে চালনা করতে সক্ষম।

মার্কসবাদ দেখিয়েছে, সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মানুযায়ীই সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের বর্তমান বিপর্যয় নিতান্তই স্বল্পস্থায়ী ও সাময়িক। শেষপর্যন্ত বিপ্লবই জয়ী হবে। সমাজ পরিবর্তনের এটাই নিয়ম।

ভারতবর্ষ সহ সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির কাছে মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে, এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত আমাদের প্রিয় দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী ৭ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ১৭ নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক বছরব্যাপী এই উদযাপনের সূচনা হবে আগামী ৭ নভেম্বর, ২০১৬ নতুন দিল্লির রফি মার্গের মভলঙ্কার হলে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ২০১৭ সালের ১৭ নভেম্বর এই বর্ষব্যাপী উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে কলকাতায়।

আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই বর্ষব্যাপী উদযাপন অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার আবেদন জানাই।

অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

সমকালীন ভারতীয় বিদ্বজ্জনদের দৃষ্টিতে রাশিয়ার নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

বাল গঙ্গাধর তিলক

'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমিকদের শাসক হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে'।

১৯১৯, ২৩ ডিসেম্বর জনসভার ভাষণ। এস জি দেশাই, ইন্ডিয়ান অ্যান্ড রাশিয়ান রেভলিউশন, ১৯৬৭।

'অভিজাতদের জমিজমা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার ফলে সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লেনিনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে'।

'কেশরী' পত্রিকা, ২৯ জানুয়ারি, ১৯১৮

লালা লাজপত রাই

'ইওরোপীয় শ্রমিকরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আরও একটি হাতিয়ার পেয়েছে। এদের শিখরে আছে রুশ শ্রমিকরা, যারা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'।

এস জি দেশাই, ইন্ডিয়ান অ্যান্ড রাশিয়ান রেভলিউশন, ১৯৬৭

অ্যানি বেসান্ত

'রুশ বিপ্লবে ইউরোপ ও এশিয়ায় রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য উন্মেষ ভারতে ইতিপূর্বে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে পুরোপুরিই পাল্টে দিয়েছে'।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

'উদ্দীপক, প্রাণদাত্রী জাতীয়তাবাদের কাছে যে পৃথিবীর সকল বাধাই তুচ্ছ, রাশিয়ার বিপ্লব থেকে আমরা তা বুঝতে পেরেছি'।

এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'অভ্যুদয়', ২৪ মার্চ, ১৯১৭ (ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর)

বিপিনচন্দ্র পাল

'বলশেভিকরা সব ধরনের অর্থনৈতিক ও পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ, ফাটকাবাজি ও সামাজিক অসাম্যের বিরোধী'।

ভাষণ, ১৯১৯। ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃঃ ৫৩২

প্রমথ চৌধুরী

'সভ্যতার মূলমন্ত্র হলো মানবসমাজের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, আর সেই সভ্যতার জয় একদিন না একদিন হবেই, রাশিয়ার জারশক্তির পরাজয় এবং মানবের মুক্তিলাভ সে কথাই প্রমাণ করে'।

প্রবাসী — জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাশিয়ায় যাওয়ার আগে)

'বর্তমান যুগের সভ্যতার মতো এমন দাসতন্ত্র সভ্যতা আর নেই। দাসের দল ভেবেছিল, যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক, অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেছে যে, তারা না চাইলে উপরওয়ালারা অচল। তারা অত্যাবশ্যক, অতএব বর্তমানের ঐশ্বর্য্য তাদেরই হাতে। এই আবিষ্কারের জোরে বর্তমানে সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধ ঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। — আর উপরে যারা বসে আছে তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। ... পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্ছি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে বঞ্চিত হবে। নূতন শক্তির যে বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরি হচ্ছে তার একটি সিংহদ্বার রচনার ভার ভারতকে নিতে হবে'।

'সংহতি' — জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল

কাজী নজরুল ইসলাম

রাশিয়ার বলশেভিকদের দশম বাৎসরিক বিজয়োৎসব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহারা এই উৎসব করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, এ কথা নিরপেক্ষমাত্রই স্বীকার করিবে। বিশেষত বিকানিরের ওসমানি নামক মুসলমান যুবক মহাজের রূপে রাশিয়ায় গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ধারণা হয় যে— রাশিয়া জগতে কোনও জাতির মধ্যে বর্ণবৈষম্য মানে না, জগতের সকল কর্মজীবীই (ওয়ার্কার) তাহাদের বন্ধু (কমরেড)। তাহারা সকল জাতিরই মুক্তি কামনা করে।

মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৩১ (১৯২৮)

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) কোচবিহার শহর লোকাল কমিটির পার্টি সদস্য, সর্বক্ষণের কর্মী কমরেড ইন্দ্রময়ী দাস দুরারোগ্য ক্যান্সার ও হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর কোচবিহার পার্টি সেন্টারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৭ বৎসর। মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্রই পার্টি কর্মী, পরিচিত ব্যক্তিগণ এবং আত্মীয়-স্বজন পার্টি সেন্টারে ছুটে আসেন। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ জেলা পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার সহ বিভিন্ন লোকাল কমিটির সম্পাদক ও গণ সংগঠনের জেলা সম্পাদক ও লোকাল নেতৃবৃন্দ এবং আত্মীয়- স্বজন তাঁর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। কোচবিহার শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান কমরেড ইন্দ্রময়ী দাস '৯০-এর দশকে কোচবিহার জেলার প্রয়াত জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র সাথে যুক্ত হন। দলের নির্দেশে প্রথমে তুফানগঞ্জে, তারপর কোচবিহার শহর, পুণ্ডিবাড়ি সবশেষে কোচবিহারে থেকে ছাত্র আন্দোলন ও দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, ঐতিহাসিক তিন বিঘা হস্তান্তর বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোচবিহার এ বি এন শীল কলেজে পড়াকালীন ছাত্র পরিষদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দেন। এরপর সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য হয়ে মহিলাদের বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীকালে দলের নির্দেশে অসুস্থ কমরেড বনানী ঘোষ ও গুরুতর অসুস্থ প্রয়াত কমরেড সত্যেন ঘোষকে দীর্ঘদিন দেখভালের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর কোচবিহার রেডক্রশ ভবনে কমরেড ইন্দ্রময়ী দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিশির সরকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন। কমরেড ইন্দ্রময়ী দাসের অকাল প্রয়াণে দল একজন সাহসী, উদ্যমী সংগঠককে হারাল।

কমরেড ইন্দ্রময়ী দাস

লাল সেলাম

নভেম্বর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

তিনের পাতার পর

দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, এবং এর অন্যথা যে হতে পারে না, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি এসব দেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান সহমর্মিতা প্রশ্নাতীতভাবে একে প্রমাণ করে।

ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলিতে নিরুপদ্রবে শোষণ-নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়ার দিন শেষ হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলিতে গণমুক্তির বিপ্লবের যুগ, এই সব দেশের সর্বহারা শ্রেণির জাগরণের যুগ, বিপ্লবী আন্দোলনে সর্বহারা শ্রেণির অবিসংবাদী নেতৃত্বের যুগের সূচনা ঘটেছে।

৩। সাম্রাজ্যবাদকে তার মূল ঘাঁটিতে ও তার সীমান্তবর্তী এলাকায় আঘাত হেনে, 'শিল্পোন্নত দেশগুলিতে' (মেট্রোপলিস) সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে এবং উপনিবেশের উপর তার আধিপত্যের গোড়া ধরে নাড়া দিয়ে নভেম্বর বিপ্লব সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে দিয়েছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের জন্য, পারস্পরিক অনিবার্য দ্বন্দ্ব ও সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের নজিরবিহীন নির্মম শোষণ-লুণ্ঠনের কারণে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের দিন শেষ হয়েছে এবং শুরু হয়েছে পুঁজিবাদের ক্ষয় ও মৃত্যুর প্রক্রিয়া। নভেম্বর বিপ্লবের বিজয় ও তার ফলে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার আওতা থেকে সুবিশাল একটি দেশের বেরিয়ে যাওয়া বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের ভিতকেই তিলে তিলে দুর্বল করে দিয়ে পুঁজিবাদের ক্ষয়ের প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করেছে।

তার চেয়েও বড় কথা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করার পাশাপাশি নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের প্রথম সর্বহারা একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের একটি প্রকাশ্য ও শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করেছে, নিশ্চিত সমর্থনের জন্য যার উপর নির্ভর করা যায়। বিশ্ববিপ্লবের এমন একটি ঘাঁটি অতীতে কখনও ছিল না। বিশ্ববিপ্লবের এমন একটি শক্তিশালী ও প্রকাশ্য কেন্দ্র অতীতে কখনও ছিল না, যাকে ঘিরে দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনগুলি জোরদার হতে পারে এবং সমস্ত দেশেই সর্বহারা শ্রেণি ও ব্যাপক শোষিত জনগণের একটি ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফ্রন্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। প্রথমত, এর অর্থ হল নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বপুঁজিবাদকে তার মৃত্যুবাণ হেনেছে যা থেকে সে রক্ষা পাবে না। এই কারণেই, নভেম্বর বিপ্লবের আগে বিশ্বপুঁজিবাদের যে 'ভারসাম্য' (ইকুইলিব্রিয়াম) ও 'স্থায়িত্ব' (স্টেবিলিটি) ছিল, তা আর সে কখনও ফিরে পাবে না।

পুঁজিবাদ হয়ত আংশিক স্থিতিশীলতা ফিরে পেতে পারে, উৎপাদনকে র‍্যাশানালাইজ করতে পারে, প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ চালু করতে পারে, সাময়িকভাবে শ্রমিক শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু যে 'শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি', 'নিশ্চয়তা', 'ভারসাম্য' আর 'স্থায়িত্ব' সে এতদিন বুক বাজিয়ে দুনিয়াকে দেখাত, তা আর সে কখনও ফিরে পাবে না। কারণ, পুঁজিবাদের সংকট বাড়তে বাড়তে আজ এমন চরম আকার নিয়েছে যখন অনিবার্যভাবেই দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠছে। কখনও সাম্রাজ্যবাদের মূল ঘাঁটিতে কখনও তার অধীনস্থ অঞ্চলে বিপ্লব ফেটে পড়ছে। যার ফলে পুঁজিবাদকে বাঁচাবার টোটকা দাওয়াই কোনও কাজই করছে না। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে পুঁজিবাদের অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। পুঁজিবাদের দশা সেই রূপকথার পাখিটির মতো— "লেজটা কাদা থেকে টেনে বার করতে গেলেই যার ঠোঁটটা কাদায় গেঁথে যায়, আবার ঠোঁটটা বের করলেই লেজটা যায় আটকে।"

দ্বিতীয়ত, এর অর্থ হল নভেম্বর বিপ্লব দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের শক্তি, সাহস, প্রভাব ও সংগ্রামী তৎপরতাকে এমন একটা উচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছে যে, শাসক শ্রেণি এখন বাধ্য হচ্ছে একে নবীন ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে গণ্য করতে। এখন আর বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণকে অন্ধকারে পথ-হাতড়ে বেড়ানো, লক্ষ্যহীন, অন্ধ 'জনতা' বলে তুচ্ছ মনে করা যাবে না। কারণ, নভেম্বর বিপ্লব এমন এক আলোকবর্তিকা সৃষ্টি করেছে, যা তাদের চলার পথকে আলোকিত করেছে এবং কী তাদের লক্ষ্য সেটাও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। ইতিপূর্বে বিশ্বজোড়া এমন কোনও একটিও প্রকাশ্য মঞ্চ ছিল না, যেখানে নিপীড়িত শ্রেণিগুলি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে এবং তা পূরণের জন্য তাদের সংগ্রামের রূপরেখা নির্মাণ করতে পারে। এখন সর্বহারা একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র তেমন একটি মঞ্চ হিসাবে অবস্থান করছে।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে, এই মঞ্চটি ধ্বংস হলে তা 'অগ্রসর দেশগুলির' সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীলতার লাগামহীন দাপটের অন্ধকার নামিয়ে আনবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, 'বলশেভিক রাষ্ট্রের' উপস্থিতিই প্রতিক্রিয়াশীল কালা শক্তিগুলির উপর লাগাম পরিয়ে দিয়েছে এবং তার দ্বারা নিপীড়িত শ্রেণিগুলিকে তাদের মুক্তির সংগ্রামে সহায়তা করছে। এই ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় যে, কেন সকল দেশের শোষকরা বলশেভিকদের সম্পর্কে এত ভয়ানক ঘৃণা পোষণ করে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়, তবে নতুন সমাজের নতুন ভিত্তিতে। অতীতে ঠিক যেমন সামন্ততন্ত্রের পতনকালে, 'জ্যাকোবিন' এই শব্দটা

সকল দেশের অভিজাতদের মধ্যে আতঙ্ক ও ঘৃণা জাগাত, এখন পুঁজিবাদের পতনকালে তেমনই 'বলশেভিক' শব্দটা সকল দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ও ঘৃণা জাগাচ্ছে। আবার উল্টো দিক থেকে সে সময় প্যারিস যেমন উদীয়মান বুর্জোয়াদের আশ্রয় ও শিক্ষালয়ে পরিণত হয়েছিল, এখন তেমনই উদীয়মান সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী প্রতিনিধিদের আশ্রয় ও শিক্ষালয়ে পরিণত হয়েছে মস্কো। জ্যাকোবিনদের প্রতি ঘৃণা সামন্ততন্ত্রকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। বলশেভিকদের প্রতি ঘৃণাও যে পুঁজিবাদকে তার অবশ্যম্ভাবী পতন থেকে রক্ষা করতে পারবে না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে কি?

পুঁজিবাদের 'স্থায়িত্বের' যুগের অবসান ঘটেছে, সাথে সাথে অবসান ঘটেছে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবিনশ্বরতার পুরাকাহিনীর।

শুরু হয়েছে পুঁজিবাদের পতনের যুগ।

৪। নভেম্বর বিপ্লবকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লব বলে গণ্য করা ঠিক নয়। এটা একইসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির মানসিকতার ক্ষেত্রে বিপ্লব, তার আদর্শের ক্ষেত্রে বিপ্লব। নভেম্বর বিপ্লব ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ও শক্তিলাভ করেছিল মার্কসবাদের পতাকা নিয়ে, সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্বে বলীয়ান হয়ে, তার হাতে ছিল লেনিনবাদের পতাকা — যে লেনিনবাদই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে মার্কসবাদ। ফলে অক্টোবর বিপ্লব ছিল সংস্কারবাদকে পরাস্ত করে মার্কসবাদের বিজয়, সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করে লেনিনবাদের বিজয়, দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালকে পরাস্ত করে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের বিজয়।

নভেম্বর বিপ্লব বাস্তবে মার্কসবাদ ও সোস্যাল ডেমোক্রেসির মধ্যে, লেনিনবাদের নীতি ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক নীতির মধ্যে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে দিয়েছে।

ইতিপূর্বে, অর্থাৎ সর্বহারা একনায়কত্বের বিজয়ের পূর্বে, সোস্যাল ডেমোক্রেসি যদিও সর্বহারা একনায়কত্বের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার পথে এগোবার জন্য একবিন্দু কাজও করেনি, ন্যূনতম কোনও প্রয়াসও নেয়নি, কিন্তু প্রকাশ্যে সর্বহারার একনায়কত্বের আদর্শের বিরুদ্ধতাও তারা করেনি, যেজন্য মার্কসবাদের ঝান্ডা ওড়াতে তাদের আটকায়নি। যদিও এ কথা বলা বাহুল্য যে, সোস্যাল ডেমোক্রেসির এই ভূমিকা পুঁজিবাদের পক্ষে কোনও বিপদই সৃষ্টি করেনি। ফলে সে সময়ে, সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে মার্কসবাদেরই অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ মতাদর্শ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এখন, সর্বহারা একনায়কত্বের বিজয়ের পর যখন মার্কসবাদের প্রকৃত লক্ষ্য কী এবং মার্কসবাদের বিজয়ের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যই বা কী, সেটা প্রত্যেকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তখন সোস্যাল ডেমোক্রেসি আর মার্কসবাদের ঝান্ডা ওড়াতে সক্ষম হচ্ছে না। জনগণকে ঠকাবার জন্যও সর্বহারা একনায়কত্বের বুলি আওড়াতে পারছে না। কারণ সেটুকুও এখন পুঁজিবাদের পক্ষে কিছু না কিছু বিপদ সৃষ্টি করে দেবে। মার্কসবাদের প্রাণসত্তার সঙ্গে বহু আগেই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এখন সোস্যাল ডেমোক্রেসি এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছে যখন মার্কসবাদের ঝান্ডা সে পরিত্যাগ করতে বাধ্য, কারণ সে আজ মার্কসবাদী আদর্শ থেকে জন্ম নেওয়া নভেম্বর বিপ্লবের বিরুদ্ধে দুনিয়ার প্রথম সর্বহারা একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি দ্ব্যর্থহীনভাবে দাঁড়িয়েছে।

সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে এখন মার্কসবাদের সঙ্গ ছাড়তে হবে এবং বাস্তবেও তা সে ছেড়েছে। কারণ দুনিয়ার প্রথম সর্বহারা একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রকে আজ খোলাখুলি ও গভীর আবেগের সঙ্গে সমর্থন না করে, নিজ দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু না করে, নিজের দেশে সর্বহারা একনায়কত্বের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য না লড়াই করে কেউ আর নিজেকে মার্কসবাদী বলে দাবি করতে পারে না।

মার্কসবাদ আর সোস্যাল ডেমোক্রেসির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান আজ পরিষ্কার। এখন থেকে লেনিনবাদ, সাম্যবাদই হচ্ছে, মার্কসবাদের পতাকার একমাত্র বাহক, মার্কসবাদের একমাত্র দুর্গ। কিন্তু বিষয়টা এখানেই শেষ নয়। নভেম্বর বিপ্লব মার্কসবাদ ও সোস্যাল ডেমোক্রেসির মধ্যে শুধু স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বের প্রথম সর্বহারা একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ রক্ষাকর্তাদের শিবিরে সোস্যাল ডেমোক্রেসি ঠাঁই নিয়েছে। অ্যাডলার, বয়ার, ওয়েলসেস, লিভাইস, লাঙ্গে এবং ব্লুম প্রভৃতি মহোদয়েরা যখন "সোভিয়েট শাসনের" নিন্দা করেন এবং সংসদীয় 'গণতন্ত্রের' পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন তখন তাঁরা বুঝিয়ে দেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনার জন্যই এবং 'সভ্য' দেশগুলিতে পুঁজিবাদী দাসত্বকে রক্ষা করার জন্যই তাঁরা লড়ছেন এবং লড়বেন।

বর্তমানে সোস্যাল ডেমোক্রেসি হল পুঁজিবাদের আদর্শগত স্তম্ভ। লেনিন অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, বর্তমান যুগে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক নেতারা হচ্ছে "শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে মালিক শ্রেণির খাঁটি দালাল, পুঁজিপতি শ্রেণির সেবক শ্রমিক-সর্দার।"

"পুঁজিপতি শ্রেণি ও সর্বহারাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে এরা অনিবার্যভাবেই পুঁজিপতিদের দিকে থাকবে, 'কমিউনার্ড'দের বিরুদ্ধে 'ভার্সেইদের' পক্ষে থাকবে।"

শ্রমিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদকে খতম করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই পুঁজিবাদের ক্ষয়ের যুগ একই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্রেসিরও ক্ষয়ের যুগ।

নভেম্বর বিপ্লবের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে একটা বড় দিক হল, এই বিপ্লব বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্রেসির পরাজয় এবং লেনিনবাদের অনিবার্য বিজয়ের সূচনা করেছে।

শ্রমিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্রেসি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আধিপত্যের দিন শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে লেনিনবাদ এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের যুগ।

(১৯২৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশিত। স্ট্যালিন রচনাবলি, ১৯৫৪, মস্কো ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪)

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

নারী হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে তমলুক কোর্টে বিক্ষোভ

প্রবল বিক্ষোভের চাপে পুলিশ তমলুক থানার গড়কিল্লার মহিলার খুনি রামপদ মান্নাকে বাগুইহাটি থেকে গ্রেপ্তার করেছে। খুনি তান্ত্রিক যজ্ঞে মহিলাকে বলি দিয়েছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে। ১৯ অক্টোবর খুনিকে তমলুক আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় আদালত চত্বরে শতাধিক মহিলা ও পুরুষ ঝাঁটা ও জুতো দেখিয়ে তার ফাঁসির দাবিতে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এস ইউ সি আই (সি) কর্মী এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমর্থকরা এই বিক্ষোভে অংশ নেন। বিক্ষোভ সামাল দিতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়।

নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বর্তমানে মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনাবলি সম্পর্কে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ অক্টোবর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পথনাটিকা, দেওয়াল পত্রিকা, প্রতিবাদী পোস্টার, স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্রকুমার গুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক সজলরঞ্জন মাইতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে তীব্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

হোসিয়ারি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত রেটবৃদ্ধি কার্যকর, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৩ অক্টোবর ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয় কোলাঘাটের দেউলিয়া হীরারাম উচ্চ বিদ্যালয়ে। চার শতাধিক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি রাজ্যের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা দিলীপ ভট্টাচার্য, সম্পাদক দীপক দেব। সম্মেলন থেকে মধুসূদন বেরাকে সভাপতি ও নেপাল বাগকে সম্পাদক করে ৪৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন নারায়ণচন্দ্র নায়ক।

কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ

ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর বিজেপি সরকারের গুলিচালনায় চারজন কৃষক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশের গুনায় ৮ অক্টোবর চাষিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই কে কে এম এস-এর মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক মনীশ শ্রীবাস্তব, রাজ্য সভাপতি উমাপ্রসাদ বিশ্বাস, এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য লোকেশ শর্মা প্রমুখ। তাঁরা বলেন, ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ বা গোলা জেলায়, পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে, ওড়িশার কলিঙ্গনগরে, মধ্যপ্রদেশের মুলতাইয়ে গুলিচালনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শাসক দলগুলি তাদের পুঁজিপতিশ্রেণির সেবাদাসত্বের পরিচয়কেই প্রকাশ করছে।

নিষেধাজ্ঞাই মদ নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ

দুয়ের পাতার পর

নিজের চেতনাই প্রশ্নের সম্মুখীন। বোঝা দরকার, কেবল কতগুলো অসার বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিলেই বিপথগামী মানুষের চেতনা ফেরে না। কারণ, মানুষ যন্ত্র নয়। সমাজ-পরিস্থিতির জটিলতর আবর্তে তার অবস্থান। সঠিক জীবনবোধের অভাবে এবং সামাজিক-আর্থিক প্রবল বৈষম্যের ফাঁদে সে দিশাহারা হয়ে যায় প্রায়শই। তাই ধনী-দরিদ্র, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে নিরাশাগ্রস্ত, মানসিক দিক থেকে নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব-রিক্ত-শ্রান্ত মানুষ বেঁচে থাকার স্বাভাবিক টানে কতকটা মরিয়া হয়েই সমাজে মালিকশ্রেণির চালু করে রাখা নানান 'বীভৎস মজা'য় গা এলিয়ে দেয়। মদ এবং অপরাপর নেশায় বুঁদ হয়ে অসহনীয় রূঢ় বাস্তবকে ভুলে থাকার উপায় খোঁজে। অপমান-বঞ্চনা-জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলতে শিকার হয় সস্তা আমোদ, মাদক ইত্যাদির। অনেকটা সেই উপায়হীন প্রাণীর মতো যে প্রখর গ্রীষ্মের দহন থেকে বাঁচতে অবলীলায় নেমে যায় পচা ডোবার পাঁকে। কিন্তু এ কী মানুষের পক্ষে মর্যাদার? এ তো তার অসহায়তা। এ থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য সরকারের সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন নয়? ফলে, কথার কারসাজিতে অন্যকে ভোলাতে গিয়ে আমরা কেউ যেন ভুলে না যাই যে, আমরা মানুষ, চিন্তাশক্তির অধিকারী। পশুর মতো পাঁকে নেমে যাওয়া আমাদের পক্ষে শোভনও নয়, উচিতও নয়।

পাটনায় এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন

বেকারি, সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি, নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে ও মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে ২২-২৪ অক্টোবর পাটনায় এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ। বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও বিহারের নানা জেলা থেকে যুবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রায় দশ হাজার মানুষের মিছিল শহর পরিক্রমা করে সম্মেলনস্থলে যোগ দেয়। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান। সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org